# পারভিনের ক্রিসমাস

স্থানীয় এলিমেন্টারি স্কুলে লাঞ্চ মনিটরের কাজ করে মিনি। এগারোটা থেকে বারোটা – এক ঘন্টার কাজ। লাঞ্চের সময় বাচচাদের দেখে শুনে রাখতে হয়। ছোট বাচ্চাদের সামলানো সহজ, বড়গুলাকে একটা কথা বললে আরেকটা করে। মাঝে মাঝে তর্ক বিতর্কও হয়। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ বলে কিছু নেই। পথে একটু দেরী হয়েছিল। দ্রুত অফিসে রিপোর্ট করে মাঠে চলে এলো মিনি। দূর থেকেই পারভিনের গলা শোনা যাচ্ছিল। আবার কারো সাথে লাগলো মনে হয়। বয়েস সত্তর হলেও দড়ির মত শরীর পারভিনের, ঠোঁটকাটা, মনের কথা মনে রাখবার সে পক্ষপাতী নয়।যে কারনে প্রায় প্রতিদিনই দু' চার জনের সাথে তার খুটখাট লেগে যায়। আজকে লেগেছে জুডির সাথে। জুডি শ্বেতাঙ্গ, বয়েস ষাট-পয়ষট্টি হবে। তার সারা শরীরে নানান ধরনের টাট্টু, কানে এবং নাকে একাধিক রিং, পোষাক আষাক এই শীতের মধ্যেও যথেষ্ট খোলামেলা। পারভিন তাকে দু' চোক্ষে দেখতে পারে না। ক'দিন পর পরই দু'জনার মধ্যে ঝামেলা হয়। আজ কি নিয়ে হচ্ছে কে জানে। কাছে যেতে পরিষ্কার হল।

"তোমার নিজের শরীরে যা ইচ্ছা কর, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে কেন দেখাচ্ছ?" পারভিন গলা ফাটিয়ে ধমকাচ্ছে। "তোমার কোন কন্ডজ্ঞান আছে?"

জুডিও দমবার পাত্রী নয়। সেও যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে জবাব দিল, "দেখালে কি হয়েছে? টাট্টু কি খারাপ? এটা হচ্ছে একধরনের আর্ট।"

"আর্ট না ঘোড়ার ডিম!" পারভিন ভেংচাল। "ওদের মাথায় এইসব ফালতু জিনিষ ঢোকাচ্ছ। তোমার লজ্জা হওয়া উচিৎ। আমি ভাইস প্রিন্সিপালকে বলে দেব। ভালো করে ক্যাচান দিয়ে দেবে।"

"এহরে, ভয়ে আমার হাগা বেরিয়ে যাচ্ছে!" জুডিও পালটা ভ্যাংচায়।

মিনি দু'জনার মাঝখানে গিয়ে দাড়াল। "তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? সবাই কি ভাবছে? যাও। যে যার জায়গায় চলে যাও।"

পারভিন বিচার দিল। "দেখ মিনি, পোদের উপর টাট্টু দিয়েছে, সেটা আবার খুব বড়াই করে বাচ্চাদের দেখাচ্ছে।"

"ফালতু কথা বলবে না," জুডী তীব্র স্বরে আপত্তি করল। "পিঠে, পোদে না। মিথ্যুক! মিনি, তুমি দেখবে?"

পারভিন ধমকে উঠল, "খবর্দার, যদি আবার কাপড় তুলেছ..."

হৈ হট্টগোল শুনে আরও কয়েকজন লাঞ্চ মনিটরকে উদবিগ্ন মুখে এগিয়ে আসতে দেখে মিনি বল্ল, "দেখ, সারা স্কুল চলে আসছে। তোমাদের ঝগড়া ঝাটি থামিয়ে কাজে যাও।"

তার কথায় কাজ হল। দু'জন গজরাতে গজরাতে নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। হাফ ছেড়ে বাচল মিনি। সে বয়েসে তাদের চেয়ে অনেক ছোট হলেও দু'জনার সাথেই তার ভালো খাতির।পারভিন পাকিস্তানী মুসলিম, তার সাথে ওর ঘনিষ্ট সম্পর্ক। জুডি একটু ছন্নছাড়া ধরনের কিন্তু মনটা ভালো। তার পায়ে সমস্যা। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটে। ওজনটাও বেশী। একটু ন্যুব্জ হয়ে গেছে। স্কুলের কাছাকাছি থাকে। নিজের গাড়ী নেই। পায়ে ব্যাথা থাকলে মাঝে মাঝে মিনির কাছে রাইড নেয়। তখনই মনের কথা বলে মিনিকে। তার জন্য কষ্টই হয় মিনির। বছর দশেক আগে স্বামী মারা গেছে। এক ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে বউ বাচ্চা ফেলে হঠাত করে নিজেকে সমকামী বলে ঘোষনা দিয়ে এক ছেলের সাথে ভেগে কোথায় গেছে কেউ জানে না। বড় মেয়ে টরন্টোতেই কোথাও থাকে কিন্তু মায়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কত বছর তাকে দেখে না, তার সাথে কথাবার্তা হয় না, হিসাবও নেই জুডির। ছোট মেয়েটার বিয়ে হয়নি। মোটাসোটা, দেখতে সুবিধার নয়, লাজুক – বিয়ে শাদী হয়নি। তার কাছেই থাকে জুডি। সরকারী ভাতা আর মেয়ের রোজগারে তাদের মোটামুটি চলে যায়। মিনির তার জন্য মায়াই হয়।

কাজ শেষ হতে পারভিন মিনিকে এসে ধরল। "তুমি ঐ বদমায়েশটাকে বেশী লাই দিও না। ওর জন্যেই তো ওর পরিবারে এতো অশান্তি। কোন রুচিবোধ নেই।"

মিনি পারভিনকে ঠান্ডা করবার চেষ্টা করল। "তুমি খামাখা ওর উপর এতো রাগ করছ। ওর মনে অনেক কষ্ট।"

"ঢং! কষ্ট! বুড়ির ফ্যাশানের চোটে টেকা যায় না, আবার কষ্ট।"

মিনি কিছু বলে না। পারভিন খুব কঠিন মনের মানুষ। পঁচিশ বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছে আচমকা ক্যান্সারে। দুই ছেলে মেয়েকে একা একা বড় করেছে। মেয়ে ডাক্তার, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। সে নিজে আর কখন কোণ পুরুষের সঙ্গ কামনা করেনি। নিজের মত থাকে, কারো তোয়াক্কা করে না। মিনি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করে। কিন্তু পারভিনের কিছু দোষও আছে। নিজ সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতির বাইরে খুব একটা বেশী কিছু সে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। এই ব্যাপারে সে কোন রাখ ঢাক করে না।

ক্রিসমাসের সময়। চারদিকে কেনাকাটার খুব ধুম লেগেছে। মিনি দোকানে দোকানে ঘুরে ডিল খোজে। আরোও দু' দশটা মেয়ের মত এটা তারও প্রিয় কাজ। স্বামী সন্তানদের সে সাথে আনে না। দশ মিনিট যেতে পারে না বাসায় ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাত জুডির সাথে দেখা। ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছে ক্রিসমাসের গিফট কিনতে। মিনিকে দেখে সে খুব হৈ চৈ করে উঠল। জোর করে সরবত খাওয়াল। কথাচ্ছলে পারভিনের প্রসঙ্গ চলে এলো। "খুব বদমেজাজী মহিলা। আমি কিন্তু কিছুই করি নি, খামাখা আমাকে ঝাড়ল। কাজটা ভালো করেনি। সবার সামনে আমাকে হেনেস্থা করল।"

মিনি বলল, "বাচ্চাদেরকে তোমার টাট্টু দেখানোর দরকারটা কি?"

"ওরা দেখতে চাইল তো! তুমি দেখবে?" মিনিকে কিছু বলবার সুযোগ দিল না জুডি। উলটো ঘুরে গেঞ্জী তুলে পিঠের নীচের অংশ উদোম করে ফেল্ল। "দেখ, দেখ। দেখেছ?"

একটা রক্তিম হৃদয়ের মাঝখানে লেখা ‘জিম’। “আমার স্বামীর নাম,” জুডি বলল। সেদিন মনটা খুব খারাপ লাগছিল। ক্রিসমাস আসছে। সবাই প্রিয় জনদের নিয়ে সময় কাটাবে। আমার তো এই মেয়েটা ছাড়া আর কিছু নেই। জিমকেও খুব মিস করি। ত্রিশ বছর একসাথে সংসার করেছি। আর দেখ, পারভিন খামাখা আমার উপর এটা নিয়ে এমন রাগ করল।”

জুডির চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে নামছে। মিনি তাকে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দিল। “ওর কথায় তুমি রাগ কর না। পারভিন তো বরাবরই এইরকম।”

জুডির হাত থেকে ছাড়া পেতে কিছু সময় লাগল। বাসায় ফিরে পারভিনকে ফোন লাগাল। “তোমার জুডির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।”

পারভিন আকাশ থেকে পড়ল। “কেন? আমি কি করেছি? ঐ তো ন্যংটা হয়ে সবাইকে আকিবুকি দেখাচ্ছিল।”

“ওর টাট্টুটা আমি দেখেছি আজকে। ওর স্বামীর নাম। মনটা ভালো লাগছিল না, তাই করেছে। তোমার বকা ঝকা খেয়ে বেচারী খুব মন খারাপ করেছে।”

পারভিন অনেক্ষন চুপ করে থাকল। “আচ্ছা, স্বামী মারা গেছে এতে মন খারাপ করবার কি হল? আমার স্বামী আজ বিশ বছরের উপরে চলে গেছে। আমি কি ভেউ ভেউ করে কানছি না শরীরে নাম লিখছি? মানুষের স্মৃতি থাকে মনের মধ্যে।” একটু চুপ করে থেকে বলল, “নাহ, মনটা খারাপ হয়ে গেল। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। কাজটা ভালো করিনি।”

“কি করবে?” মিনি মনে মনে প্রমাদ গোনে। পারভিনকে বিশ্বাস নেই। সে ভালো করতে গিয়ে খারাপ করে বসতে পারে।

“বলব না। সারপ্রাইস। ক্রিসমাসে এখানে থাকবে?”

“নাহ।” মিনি সত্যি কথাই বলল। “আমেরিকায় যাচ্ছি।”

“তাহলে তো মিস করবে,” পারভিন রহস্য করে বলল। “ফেসবুকে দেখ।”

ক্রিসমাসের পর দিন ফেসবুক খুলে ভিমড়ি খাবার জোগাড় হল মিনির। পারভিনের বাসায় ইয়া বড় এক জ্বলজ্যান্ত ক্রিসমাস ট্রি জ্বলজ্বল করছে। টেবিলে বিশাল খাবার দাবারের ব্যবস্থা। এবং গলায় গলায় জড়িয়ে ধরে আকর্নবিস্তৃত হাসি দিচ্ছে পারভিন আর জুডি। পারভিন তার বাসায় ক্রিসমাস পালন করছে এই দৃশ্য কখন দেখবে চিন্তাও করেনি মিনি। পারভিন আর জুডির ছবির নীচে ক্যাপশান – দুই বোন!

মিনির চোখে পানি এসে গেল। সহমর্মীতা এবং বন্ধুত্বের মত সুন্দর, স্বাভাবিক আর কি কিছু হতে পারে!